R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে দেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০৩ সাল। ১০ই জুলাই, ১৯৯৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

ভর্তির সমস্যা সমাধানে এস এফ আই-এর স্কুল বন্ধ আন্দোলনে শহরবাসী ক্ষুব্ধ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ পঞ্চম শ্রেণীতে স্থানীয় আবেদনকারী সমস্ত ছাত্রকে ভর্তির দাবীতে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়ে গত ২ জুলাই থেকে বালিকা বিদ্যালয় ও ৩ জুলাই থেকে উচ্চ বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। এই ভাবে অযৌক্তিক লেখাপড়ায় বিভ্রাট সৃষ্টি করায় অভিভাবকরা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। অপরদিকে রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শহর লাগোয়া শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয় এক অভিনব শিক্ষা সংকোচন পদ্ধতিতে ভর্তি সমস্যার সমাধান করেছেন বলে জানা যায়। ওই স্কুলে দাবী মত সব ছাত্রকে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছাত্রদের বসার বেঞ্চের অভাব, প্রয়োজন মত শিক্ষকের অভাব ও গৃহ সমস্যা মেটাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের দুভাগে ভাগ করে সপ্তাহে তিন দিন করে ক্লাস নিচ্ছেন। অভিভাবকদের অভিযোগ এভাবে সাময়িক সমাধান হলেও ভবিষ্যতে চাপ সামলাতে প্রত্যেকটি শ্রেণীতেই তিন দিন করে ক্লাস চালু করতে হবে। ফলে শিক্ষার সুযোগ সংকোচিত হবে। এই প্রসঙ্গে জানা যায় গত দু'বছর ধরেই শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের তিন দিনের সপ্তাহ ধরে পঠন পাঠন চলেছে। এ বছর অষ্টম শ্রেণীকে বাদ দিয়ে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দুটি ভাগে ভাগ করে সপ্তাহে তিনদিন স্কুলে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন বলে প্রধান শিক্ষক মুক্তিপদ দাস জানান। এই ধরনের ক্লাস চালু মহকুমায় নাকি এই প্রথম। এ বছর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্কুল ঘর তৈরীতে সওয়া লক্ষ টাকা খরচে অভিভাবকরা সন্দেহ করছেন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় শহর লাগোয়া জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলের একটি অর্ধ সমাপ্ত হল ঘরকে লোকাল ডেভেলাপমেন্ট স্কীমের মঞ্জুরীকৃত ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা খরচ করে তিনটি রুমে পরিণত করার ব্যাপারে অভিভাবকবৃন্দ ক্ষুব্ধ বলে খবর। জানা যায় প্রধান শিক্ষকের অনুরোধ ক্রমে জঙ্গিপুরের পুরপতি ওই স্কুলের গৃহসমস্যা সমাধানে লোকাল ডেভেলাপমেন্ট স্কীমের টাকা দিয়ে ঘর তৈরীর কথা বলেন। এ ব্যাপারে একটি সভা ডাকা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক দ্বিজপদ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক মুক্তিপদ দাস, কমিটির সভাপতি অসিত ব্যানার্জী, জরুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্বপন পাল ও জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহ তৈরীর ব্যাপারে সবকিছুর ভার পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর পর পুরপতি কোন টেণ্ডার না ডেকেই জনৈক ঠিকাদার দেবাশীষ সাহাকে সরাসরি গৃহ তৈরীর ভার দেন এবং কাজ তদারকি করার ভার দেন পুরসভার ওভারসিয়ার শ্যামল রায়কে। তাঁদের তত্ত্বাবধানে স্কুলের একটি অর্ধ সমাপ্ত হল ঘরের মাঝে দুটি পার্টিসন ওয়াল দিয়ে তিনটি রুমে ভাগ করে পুরো হল ঘরের ছাদ ঢালাই, লিন্টেন থেকে ছাদ পর্যন্ত ব্রিকওয়ার্ক এবং একটি রুমের মেঝে ইট দিয়ে সোলিং করে কাজ শেষ দেখান হয়। এতেই খরচ (৩য় পৃঃ দ্রষ্টব্য)

সেখদীঘির চার ভাই এর খুনীরা জুলুম করে টাকা আদায় করছে

সাগরদীঘি ঃ এই থানার সেখদীঘিতে গত ডিসেম্বরে প্রকাশ্য দিবালোকে যে চার ভাইকে হত্যা করা হয়, তাদের খুনীদের যুব কংগ্রেস ও কংগ্রেসীদের চাপে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলাও চলছে। অভিযোগ এই মামলার খরচ চালাতে হত্যাকারীদের সমর্থকরা সেখদীঘি ও আশপাশের গ্রামের মানুষকে ভয় দেখিয়ে বিস্তর টাকা তুলছে। সম্প্রতি পাউলীর জয়দেব সাহা টাকা দিতে না পারায়, তাঁকে নাকি তিন-দিন আটক করে রেখে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে বলে জানা যায়।

সমস্ত শিশুকে শিক্ষার অঙ্গনে আনার আহ্বান জানালেন শ্বেতা চন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা এন টি পি সি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অভিমুখীকরণের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ থাকে গত ২২ থেকে ২৭ জুন সমস্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্লকভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি ঠিক মতো চলছে কিনা তা দেখার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রহারে গরু চোরের মৃত্যু গৃহস্বামীসহ তিন পুত্র গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের রঘুনাথপুর গ্রামের গান্ধী দাসের বাড়ীতে ২ জন গরু চুরি করতে ঢুকলে গান্ধী ও তাঁর তিন ছেলের হাতে একজন ধরা পড়ে যায়। হাঁসুয়ার এলোপাথারী কোপে ধৃত চোরটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অন্যজন আহত অবস্থায় পালাতে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০৩ সাল।

কংগ্রেস কোন্ পথে ?

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিপুল সৈন্যদলকে ইংরাজের স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের নিকট পরাজিত হইতে হয় এবং তাহাতেই পলাশীর যুদ্ধের নিষ্পত্তি ঘটে। পরিণামে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজের অধীন হইয়া থাকে। নবাবের পরাজয়ের মূলে ছিল তাঁহার বিভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে অনৈক্য এবং সর্বোপরি নবাবের বিরুদ্ধে এক সুগভীর চক্রান্ত। বস্তুতঃ এই দুই কারণেই ক্লাইবের পক্ষে যুদ্ধজয় সম্ভব হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অবস্থা আক্ষরিক অর্থে না হইলেও অন্যভাবে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার অবস্থার মত অনেকাংশে। সৈন্য-বাহিনী অর্থাৎ কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক যথেষ্ট। লক্ষ্য—রাজ্যের বামফ্রন্ট দলের শাসনাবসান ঘটান। যুদ্ধের পরিচালক—প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। যুদ্ধের ফলাফল—কংগ্রেসের ব্যর্থতা। কারণ—যুদ্ধ-পরিচালকদের মধ্যে অনৈক্য, কর্মধারায় সমন্বয়ের অভাব ও নিন্দুকের মতে এক গভীর চক্রান্ত।

বস্তুতঃ রাজ্য কংগ্রেস দল শাসকদলের প্রধান বিরোধী দল হইলেও বিরোধীদলের কার্যকরী ভূমিকায় ঘাটতি যথেষ্ট লক্ষণীয়। বামফ্রন্ট শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইলেও রাজ্য কংগ্রেস কিছু করিতে পরিতেছে না। দীর্ঘদিন হইতে এই রকমই চলিতেছে।

সম্প্রতি রাজ্যে সিপিএম সন্ত্রাস, ওয়াকফ কেলেঙ্কারী নানাবিধ অস্ত্র কংগ্রেসের হাতে থাকিলেও প্রয়োগনৈপুণ্যের অভাবই সব ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে সংগ্রামের সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব এবং বিচ্ছিন্নতা। কংগ্রেসের এক শাখা সংগঠন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বা প্রতিবাদে ধরনায় বসিল। এই ধরনায় প্রদেশ কংগ্রেস সামিল হয় নাই। আবার ওয়াকফ কেলেঙ্কারীর বিরুদ্ধে বিধান-সভায় কংগ্রেসী বিধায়কদের হৈচৈ চীৎকার ও ওয়াক-আউটের ভূমিকা। প্রধান বিরোধী দলের যে ধরনের প্রতিবাদ ও বিতর্কে বাগ্মিতা আশা করা যায়, তাহার কোনও নিদর্শন দেখা যায় না। বিধানসভায় বিরোধী দল রাজ্যে সন্ত্রাস সম্বন্ধে চুপ, আবার ধরণামঞ্চ সন্ত্রাস সম্বন্ধে গাহিতেছে। এইভাবে এক বিচ্ছিন্ন কর্মধারা লইয়া কাজের কাজ কিছুই করা যায় না। ইত্যবসরে ৫ই জুলাই প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বাংলাবন্ধ ডাকা হইয়াছিল। বন্ধ করিয়া রাজ্য সরকারকে টলাইতে পারা গেল কি ? বিধানসভায় ওয়াকআউট করিয়া কোন্ সুফল ফলিল ? বন্ধ দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের একদিনের উপার্জন নষ্ট করিল, অফিস কর্মী, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী অঘোষিত ছুটি ভোগ করিলেন। কলকারখানার উৎপাদন বন্ধ রহিল। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় হিসাবের নিরীখে বহু নিম্নে স্থান পাইয়াছে, শিল্পোৎপাদনে দ্বাদশ-ঘটিকা প্রাপ্ত হইয়াছে ; তাহার উপর বারংবার বন্ধ—সে যে রাজনৈতিক দলই ডাকুক, এই রাজ্যকে এক হতাশাময় ভবিষ্যতের পথে লইয়া যাইতেছে। দেশের নেতৃবৃন্দ একটি চমক সৃষ্টির আত্মতুষ্টি লাভ করিতেছেন।

রাজ্য কংগ্রেসের যে করুণাচিত্র দৃষ্ট হইতেছে, তাহার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের ত্রুটি অস্বীকার করিলেও তৃণমূল-স্তরের কংগ্রেস কর্মীরা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছেন। তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয়। তাঁহারা একদিকে সিপিএম-এর শিকার হইতেছেন, অন্যদিকে নিজ দলের মধ্যে অনৈক্য হেতু নিরাপত্তার অভাব বোধ করিতেছেন এবং ভুগিতেছেন। আর সুসংহত সিপিএম দল রাজ্যে তাহাদের ভবিষ্যৎ আধি-পত্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য এখন হইতেই প্রস্তুতি চালাইতেছেন। কংগ্রেস দল সেখানে বন্ধ, ধরণা, বিধানসভা হইতে ওয়াক আউট প্রভৃতির আত্মশ্লাঘায় মশগুল। সম্প্রতি সুতী বিধানসভা কেন্দ্রের এক কংগ্রেসকর্মী তাঁহার পাঁচশত অনুগামী লইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা কি কংগ্রেসের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে ?

আজ কংগ্রেস দলে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব নাই। আছে ক্ষমতাগর্বী, আছে অসহিষ্ণু, আছে কৌশলী ও মতলববাজ মানুষ। কংগ্রেসের দুই শিবির (সোমেন মিত্র ও মমতা বন্দ্যো-পাধ্যায়ের) জন্মলগ্ন হইতেই বনিবনাহীন। কৌশলী ও মতলববাজেরা উভয় পক্ষকে তাতাইয়া সিপিএম-এর সুবিধা করিয়া দিতেছে। তাহা হয়ত বুঝিয়াও কেহ পদগর্বে কেহ অসহিষ্ণুতায় মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন এবং সাধারণ কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের বিপদ ডাকিয়া আনিতেছেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মির্জাপুর স্কুলে নিয়োগ প্রসঙ্গে

আপনাদের গত ৫ জুনের পত্রিকায় 'মির্জাপুর ডি পি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও করণিক নিয়োগ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদ পড়ে তার উত্তরে দুএক কথা না লিখলে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। আপনারা লিখেছেন 'রাজকুমার করণিক পদে 'ডাই-ইন-হারনেস' গ্রুপের প্রার্থী হিসেবে নিজের দাবী পেশ করেছেন'। সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি উক্ত গ্রুপের প্রার্থীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছি। যে সব পদে আমার যোগ্যতা আছে সে পদগুলি একের পর এক 'ডাই-ইন-হারনেস' গ্রুপের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হতে থাকলে আমার এছাড়া কিছু করার ছিল কি ? এ ছাড়াও মহামান্য কলিকাতা মহা-ধর্মাধিকরণ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রেরিত 'ডাই-ইন-হারনেস' ভুক্ত প্রার্থীদের মানে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের রায় ন্যায় নিরপেক্ষ এবং সুবিচারের প্রতীক বিবেচনা করি।

মির্জাপুর রাজকুমার ভট্টাচার্য্য
তাং ২৪-৬-৯৬

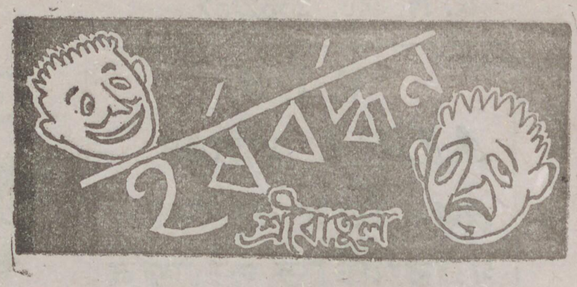

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরণা শুরু করেছিলেন।

—মমতার মমতা !

* *

'হাড়জ্বালানী কী ?'—শ্রীবাতুলকে প্রশ্ন।

—বেপরোয়া লাফ দিয়ে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাস (সবই তো জ্বালানী)-এর দাম বাড়াতে মানুষের হাড় কয়লা হওয়া।

* *

'বাংলা বন্ধ'-এ কাদের হাসিমুখ দেখলেন ?'—প্রশ্ন।

—আজ্ঞে, (এক) বালখিল্যদের রাস্তায় ক্রিকেট খেলতে পেয়ে ; (দুই) স্কুল, কলেজ ও অফিসকর্মীরা অঘোষিত ছুটিতে তাস পিটতে বা দিবানিদ্রা দিতে পেয়ে ; (তিন) বন্ধ-এর আহ্বায়করা দেশের বারোটা বাজাতে পেয়ে।

* *

সাম্প্রতিক 'বাংলা বন্ধ'-এ এক পক্ষ সার্থকতার অপরপক্ষ ব্যর্থতার দাবী করেছেন।

—যার কাছে যা। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে /তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'।

* *

ইংলণ্ডে সৌরভের দ্বিতীয়বার সেঞ্চুরী হল।

—ক্রমশঃ সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে।

* *

এখানকার স্কুলে আরও ছাত্র ভর্তি করতে হবে বলে নাকি দাবী উঠছে।

—স্যাচুরেশন লিমিট পার, তবু 'কম্‌লি ছোড়তী নহী'।

জলসম্পদ দিবস '৯৬ উদ্‌যাপন

ফরাক্কা : গত ২৫ জুন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দপ্তরের অধীন ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জলসম্পদ দিবস '৯৬ উদ্‌যাপন করেন স্থানীয় রিক্রিয়েশন হলে। ঐ দিন রিক্রিয়েশন সেন্টারের সহযোগিতায় কিশোর কিশোরীদের মধ্যে জলসম্পদ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়। মূল অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এনটিপিসির জেনারেল ম্যানেজার টি শঙ্করলিঙ্গম্, বিধায়ক মইনুল হক ও প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাসনাৎ। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল জাতীয় স্বার্থে আন্তঃ নদী জল সংযোগ, সমস্যা ও সম্ভাবনা। এ ছাড়া আলোচনায় অংশ নেন ব্যারেজ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার এ কে সাংলে। আন্তঃ নদী জলসংযোগ নিয়ে আলোচনা করেন ব্যারেজের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার প্রণবকুমার পাড়ুয়া। রাজ্যের সেচ মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো বার্তা পাঠ করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক কুশলকুমার চন্দ্র। এছাড়া যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহকুমার সর্বত্র বন্‌ধ্‌ শান্তিপূর্ণ

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ৫ জুলাই নির্বাচনোত্তর সিপিএমের অত্যাচার ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধে কংগ্রেসের ডাকা ২৪ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ্‌ মহকুমার সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয় বলে জানা যায়। সিপিএম ও বিজেপির কয়েকদিনব্যাপী বন্‌ধ্‌ ব্যর্থ করার ডাক উপেক্ষা করে দোকানপাট, অফিস, ব্যাঙ্ক, স্কুল কলেজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল রঘুনাথগঞ্জ শহরে ও মহকুমার গ্রামেগঞ্জে। সাগরদীঘি, ধুলিয়ান, ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থান থেকেও সর্বাত্মক বন্ধের খবর পাওয়া যায়। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

অঙ্কুর সঙ্গীত সংস্থার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩০ জুন সকাল ৮ টায় স্থানীয় ছায়াবাণী সিনেমা হলে 'অঙ্কুর' সঙ্গীত সংস্থার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বহরমপুরের সুনীতা ঘোষ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীত শিল্পী অধুনা কলকাতা নিবাসী অরুণ ভাদুড়ী এবং সঙ্গতে ছিলেন কলকাতার সমর সাহা। স্থানীয় অঙ্কুর সংস্থার সভাপতি মহাদেব মিশ্র, সম্পাদক বলরাম দাস, সঙ্গীত শিল্পী মদন রায়, তবলাবাদক পার্থ রায়, আশীষ ব্যানার্জী, কাশীনাথ ঘোষ প্রমুখ অক্লান্ত পরিশ্রমে আসরটিকে সার্থক করে তোলেন।

ভর্তি সমস্যা সমাধানে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বামফ্রন্টের সদস্যদের দিয়েই এ ব্যাপারে শ্রীদাস একটি রেজুলিউশন পাস করিয়ে রেখেছেন বলে জানা যায়। প্রধান শিক্ষক আমাদের প্রতিনিধিকে স্কুলে এরূপ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হওয়ার জন্য মূলতঃ ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে সমস্ত রাজনৈতিক দলের চাপ, গৃহ সমস্যা ও যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষকের অভাবকেই দায়ী করেন। মুক্তিবাবু জানান বিদ্যালয়ে এখন মোট ১৫ জন শিক্ষক আছেন। এ বছর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৩৫০ এর উপর এবং সপ্তম শ্রেণীতে ২০০-র উপর ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের পরিবর্তে ছাত্রনিধন যজ্ঞ এবং শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির ব্যবসা জোরদার হতে বাধ্য বলে মুক্তিবাবু মন্তব্য করেন। মহকুমা শাসক দেবব্রত পালকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে তিনি প্রত্যহ সকাল ও দুপুর দুটো শিফটে ক্লাস চালু রাখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কি করে এই অদ্ভুত সূত্র তৈরী করলেন তা বুঝতে তিনি অপারগ। তাই তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষকে ডি আই অব স্কুলস্ এর সঙ্গে দেখা করে মতামত নিতে বলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুক্তিপদ দাস বলেন ডি আই কে তিনদিনের ক্লাস চালুর ব্যাপারে মঞ্জুরী চাইলে, তিনি এ আদেশ দিতে পারেন না বলে জানান। তবে সমস্যা সমাধানে তাঁরা যা ভাল বুঝবেন, তাই করুন বলে একটা ভাসাভাসা মৌখিক উত্তর দেন। রঘুনাথগঞ্জ এর দুটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাও ক্ষমতার বাইরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে হলে এ সব সমস্যার উদ্ভব হবেই এবং তার ফলে ছাত্রদেরই ক্ষতি হবে বলে জানান। তাই তাঁরা ওই অভিনব পদ্ধতি গ্রহণে অপারগ। অপরদিকে মহকুমা শাসকের মতানুযায়ী দু শিফট চালাতে গেলে অতিরিক্ত শিক্ষক প্রয়োজন। বর্তমান সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে তা করা সম্ভব নয়। শিক্ষকরাও অতিরিক্ত পরিশ্রমে গররাজি। সরকার শিক্ষক দেবে না, গৃহসমস্যা সমাধানে অর্থ দেবে না, আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যয় করবে না, অথচ সমস্ত ছাত্রকে ভর্তির দাবী মেনে নিতে হবে, তা কি করে সম্ভব ? এস এফ আই নেতাদের কাছে অভিভাবকদেরও প্রশ্ন তাঁরা এগুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করে এ ধরনের অযৌক্তিক আন্দোলনে নেমে রাজনৈতিক চটক সৃষ্টির চেষ্টা করছেন না কি ? অহেতুক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে ঘেরাও না করে তাঁরা উর্ধ্বতন মহলে চাপ সৃষ্টির আন্দোলন করতে পারেন। বর্তমান রাজ্য প্রশাসন তাঁদের দলেরই হাতে, শিক্ষামন্ত্রকও সিপিএমের অধীন। অতএব এ সমস্যা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা দলের মাধ্যমে দেখা করে আলোচনা করতে পারেন, আন্দোলন ঘনীভূত করতে পারেন। সেটাই কি সঠিক পথ নয় ? স্থানীয় অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়ার ক্ষতি করে এই ধরনের অদ্ভুত অযৌক্তিক আন্দোলন ভাল চোখে দেখছেন না। এর ফলে গণবিক্ষোভ তাঁদের অর্থাৎ এস এফ আই তথা সিপিএমের উপর ফেটে পড়তে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। আশা করা যায় অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা এ সব বিষয় চিন্তা ভাবনা করে সঠিক সমাধানের পথ জরুরী ভিত্তিতে বার করবেন। সব শেষ খবরে জানা যায়—দুটি স্কুলে এস এফ আই যে অবরোধ চালাচ্ছিল, তার প্রতিবাদে ছাত্র পরিষদ মহকুমা শাসকের কাছে ৬ জুলাই এক ডেপুটেশন দেয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা শাসক এস এফ আই প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠিয়ে অবরোধ তুলে নিতে বলেন এবং ৮ জুলাই বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্র ভর্তির সমস্যা সমাধানে এক বৈঠক ডাকছেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর কথাই ৬ জুলাই দুটি স্কুলের অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ৮ জুলাই থেকে দুটি স্কুল স্বাভাবিকভাবে চালু হয়ে যায়। তবে মহকুমা শাসকের অসুস্থতার জন্য ৮ জুলাই ওই বৈঠক হয়নি।

স্কুল ঘর তৈরীতে সওয়া লক্ষ টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়ে যায় মঞ্জুরীকৃত ঐ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। সম্পূর্ণ টাকা এই কাজে খরচ হয়ে যাওয়ায় অভিভাবকরা এমন কি প্রধান শিক্ষকও সন্দেহ পোষণ করছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন ছাত্ররা এবং অভিভাবকরা গত ২৯ জুন প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে ১ জুলাই এর মধ্যে খরচের হিসাব সর্বসমক্ষে দাখিল করার দাবী জানান। মোট ৮১ জন এই দাবীপত্রে স্বাক্ষর করেন বলে জানা যায়। প্রধান শিক্ষক ১ জুলাই আন্দোলনকারীদের জানান এই ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। কমিটির ক্ষমতা বলে সবকিছুই করেছেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। তাঁর কাছেই হিসাবপত্র আন্দোলনকারীরা দেখতে পারেন।

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কার্ড স ফেয়ার

রঘুনাথগঞ্জ, ফোন—৬৬২২৮

জঙ্গিপুরের সুসন্তান অশোককুমার রায় পরলোকে

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৯ জুন বেলা ১১-৫৫ মিঃ প্রখ্যাত কবিরাজ প্রয়াত রোহিণীকুমার রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোককুমার রায় বক্ষে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে যান। প্রয়াত অশোককুমার রায় ডিভিসির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর চাকরী করেন। সেই সময়েই সিভিসি থেকে উচ্চতর ট্রেনিং নিতে রাশিয়া যান। পরে ফিরে এসে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে লিবিয়ায় ডি-ই-এস-ই-আই-এল কাম্পানীতে দীর্ঘ বার বৎসর চাকরী করে দেশে ফিরে রঘুনাথগঞ্জে তাঁর পিতৃগৃহে বসবাস করতে থাকেন। তিনি শহরে নির্বিরোধী মানুষ হিসেবে খ্যাত ছিলেন ও সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। মরদেহ বাড়ীতে নিয়ে এলে আত্মীয় বন্ধু ও গুণগ্রাহীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর গৃহে সমবেত হন।

বি এস এফ ও ঘোষেরা মিলে চাষীর ফসল নষ্ট করার অভিযোগ

অরঙ্গাবাদ : সুতী থানার নুরপুর গ্রামের দুই চাষী সইদুর হক ও জাকির হোসেন গত ২৫ জুন সুতী থানায় অভিযোগ করেন যে তাঁদের মালিকানাধীন নারায়ণপুর মৌজার জমির ধান, পাট, পটল প্রভৃতি ফসল যাদব ঘোষ ও তার দলের লোকেরা বি এস এফের সাহায্য নিয়ে তছনছ করে। গত ২৩ জুন ঐ সব জমির আগলদারদের যাদব ঘোষেরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। পরদিন ২৪ জুন ঐ ঘোষেরা স্থানীয় বি এস এফের জোয়ানদের সঙ্গে নিয়ে পুনরায় মাঠে চড়াও হয়। এই সময় বি এস এফ জোয়ানরা তাঁদের যোগান-দারদের উপর গুলি চালায়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। একটি গুলির নম্বর ৭'৬২ এম বি ও ৯৪ ও এফ ভি। এর পর থেকে ঐ দুষ্কৃতিরা বি এস এফের সহায়তায় তাঁদের উপর চড়াও হয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে সইদুর হকরা অভিযোগ করেন। এ ঘটনার বিরুদ্ধে তাঁরা থানায় অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকার চান এবং ঐ অভিযোগের লিখিত কপি জঙ্গিপুরের এসডিপিও এবং মুর্শিদাবাদের এসপিকেও পাঠিয়েছেন বলে জানান।

তিন পুত্র গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

সক্ষম হয়। পুলিশ খবর পেয়ে গ্রামে গিয়ে গান্ধী ও তাঁর তিন ছেলেকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদের পর হত্যাকারী সন্দেহে এক ছেলেকে কোর্টে চালান দেয়। বাকীদের ছেড়ে দেয়। গরু চোররা ঐ ব্লকের বাবুপুরের কুখ্যাত মুনসাদ সেখের দুই পুত্র বলে খবর। মৃতের নাম লালু সেখ। গ্রামে এই নিয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি চাড়া দিয়ে ওঠার উপক্রম হলে পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপে সে অবস্থা শান্ত করা সম্ভব হয়।

শিক্ষার অঙ্গনে আনার আহ্বান (১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তদর্থক কমিটির সভাপতি শ্বেতা চন্দ্র প্রতিটি ব্লকে ঘুরে তা তদারকি করেন। এনটিপিসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাছ থেকে সমাজ অনেক কিছু আশা করে। বিশেষ করে নবনিযুক্ত শিক্ষকরা একনাগাড়ে ৩০/৩৫ বছর প্রাথমিক শিক্ষায় সেবা করে যাবেন। তাই সমাজের প্রতিটি পরি-বারের প্রত্যেকটি শিশু যাতে এই শিক্ষার অঙ্গনে আসতে পারে তার জন্য শিক্ষকদেরই অংশ গ্রহণ করতে হবে। এখনো অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে পড়ে আছে। দারিদ্র্য তার একমাত্র কারণ। তাই শিশুকে বই বগলে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে দরিদ্র পিতা-মাতা রোজগারের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। আমাদের সমাজের দারিদ্র্য এবং শিক্ষা সচেতনতার অভাবের জন্য শিশুরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছতে পারছে না। একমাত্র শিক্ষকরাই শিশু এবং শিশুর অভিভাবকের কাছাকাছি বাস করেন, তাই তাঁরাই পারেন ঐ সব শিশুদের মা-বাবাকে বুঝিয়ে তাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনতে। এই জন্য তিনি সমস্ত শিক্ষকসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, আমাদের এই জেলার ভাগ্য খুব ভালো। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাণ্ডমিনিষ্ট্রেশন সংস্থার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ডিপিইপি প্রোগ্রাম চালু হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার এই কর্মসূচী চালু হলে জেলার শিক্ষার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই **কোবরা** ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :
Bharat Electronics
Raghunathganj ✪ Phone : 66-321
Sengupta Elcetronics
Raghunathganj, Murshidabad

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।